2

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রসঙ্গ ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

গত ০৫/০২/৯৮ তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী মুখ থুবড়াইয়া পড়ার বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ সংবাদ ইদানীং প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় আসিতেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয় না।

স্মর্তব্য যে, ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং পরবর্তীকালে নব সৃষ্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাধীনে ১৯৯১-৯৭ সময়ে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী (ইনফেপ) বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, সাক্ষরতা বিস্তারের পাশাপাশি সারাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি অবকাঠামো গড়িয়া তোলা। ইনফেপ এখন সরকারের একটি অধিদফতরে উন্নীত হইয়াছে।

ইনফেপ-এর মাধ্যমে ১৯৯১-৯৭ সালে মোট ১০৭ কোটি টাকা খরচ করিয়া প্রায় ২৫ লক্ষ নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের ৪টি প্রকল্প চালু আছে। প্রকল্প-১ -এ ২০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯.৫০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হইবে। প্রকল্প-২ -এ ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮.৭৮ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হইবে। প্রকল্প-৩ -এ ৭৪ কোটি টাকা খরচে ৩.৫১ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর-কিশোরীকে সাক্ষর করা হইবে। প্রকল্প-৪ -এ ৬৮২ কোটি টাকা খরচে ২২৮ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দেয়া হইবে বলিয়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের (উশিঅ) পরিকল্পনা আছে এবং সে লক্ষ্যে বর্তমানে ৪টি প্রকল্পই কাজ করিয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে এই সাক্ষরতার মান কি হইবে?

ইনফেপ কর্তৃক ১০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যে ২৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হইয়াছে তাহাদেরকে যদি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পরীক্ষা নেওয়া হয় তবেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তব চিত্র প্রকাশ পাইবে। লালমনিরহাট ও চুয়াডাঙ্গা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে দাবী করা হইতেছে। আসলেই কি বিষয়টি সত্য? সত্য হইলে কতটুকু তাহা বিবেচনা করার সময় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। লালমনিরহাট ও চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনে প্রভাবমুক্ত হইয়া তাহাদের লব্ধ জ্ঞানে প্রয়োগ ঘটাইয়াছে? বিষয়গুলি বিবেচনার দাবী রাখে। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ঠিকমত খাইতে পারে না, যে দেশের মানুষদের একবেলা কাজ না করিলে অন্য বেলা উপোষ করিতে হয় তাহাদের কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া চেতনা সৃষ্টির জন্য লেখাপড়া করানোর অবকাশ কতটুকু? সবচাইতে বড় কথা, এই শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে চেতনা সৃষ্টির কাজটিও কি ঠিকমত হইতেছে? যে দেশে দুই কোটি লোক বেকার, যে দেশে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত লোক কাজ পায় না, সে দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর যৌক্তিকতা কতটুকু তাহা খতাইয়া দেখার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রায়ই পত্রিকায় লেখালেখি হইতেছে। বর্তমানে ১৮টি জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে যাহারা শিক্ষাদানের সহিত জড়িত তাহাদের জন্য কোন মাসোহারার ব্যবস্থা নাই। কর্মসূচী শেষে মূল্যায়ন করিয়া তাহার ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হইবে মর্মে মূলা ঝুলানো হইয়াছে। এইভাবে মূলা ঝুলাইয়া কতটুকু কাজ আদায় সম্ভব? নিজের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ানোর কাজ কিছুদিন করা গেলেও দীর্ঘদিন চালাইয়া যাওয়া অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। অধিকাংশ জেলাতেই শিক্ষক ও সুপারভাইজাররা মাসোহারা দাবী করিতেছে এবং মাদারীপুর জেলায় দুই মাস সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচী চালানোর পর সকল কেন্দ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধারণা হয় অন্য জেলাগুলিতেও একই অবস্থা যদিও সরকারীভাবে তাহা স্বীকার করা হইতেছে না। ১৩৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ের এহেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু রাখার কি মানে থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। যদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবমুখী কারিগরি শিক্ষা হইত, যদি এই শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হইত তাহা হইলেও না হয় বিষয়টি বিবেচনা করা যাইত।

১৩৪৮ কোটি টাকা দিয়া কি তের হাজার গ্রামে তের হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় না? উক্ত টাকা দিয়া যদি পর্যায়ক্রমে তের হাজার গ্রামে তের হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় বা তেরটি রফতানীযোগ্য পণ্যের মিল/কারখানাও গড়িয়া তোলা যায় তবে তাহাতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাহা হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক উপকৃত হইবে। তাহাছাড়া ঋণের বোঝা যাহারা বহিবে তাহারাও অন্তত টাকা পানিতে ফেলা হয় নাই' ইহা ভাবিয়া স্বস্তি পাইবে। এ বিষয়ে সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

— জনৈক প্রভাষক